

হিসাব-নিকাশ

ক্বিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য সকল জীবনকে একত্রিত করা হবে। সবাই সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে এবং সকলেই তাঁদের কথা ও কাজের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে পেশ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের হিসাব-নিকাশে কোন অবিচার করবেন না। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি যা আমল করেছে সকল কিছুই স্বচক্ষে দেখবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

“কেউ অণুপরিমাণ সৎ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎ কাজ করল সে তাও দেখতে পাবে।” (সূরা বালঝাল-৭ ও ৮)

সেদিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ সাঃ অনুসরণ করে সর্বদাই সঠিকভাবে সালাত আদায় করব এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলব। ফলে আমাদের হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে।

মীযানঃ

পৃথিবীতে আমরা যা করি, যা মুখে বলি সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা সঠিকভাবে জানেন। আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতাগণ সবকিছু লিখে রাখেন।

এ সকল ফেরেশতাদেরকে কিরামান কাতেবীন বা সম্মানিত লেখকবৃন্দ বলা হয়,

হাশরের ময়দানে আমাদের পাপ-পুণ্য সকল কিছু ওজন করা হবে। আর যার মাধ্যমে ওজন করা হয় তাকে মীযান বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসে মানুষের আমল ওজন করার জন্য মীজান বা মানদণ্ড স্থাপন করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاغِيَةِ () وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ () فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ () وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَتْ () نَارُ حَامِيَةٍ ()

“তখন যার (মীযানে নেকীর) পাল্লা ভারী হবে সে সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে এবং যার (মীযানে নেকীর) পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ্ (জাহান্নাম)। হাবিয়াহ্ কি তুমি জান ? এটা ওতি উত্তপ্ত আগ্নি। (সূরা ক্বরিয়াহ-৬-১১)